পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১৩ শ সংখ্যা

২৮শে কার্ত্তিক ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৯ ইং : ২৮শে জেলহজ্ব ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ·১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৩ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সুরা-আল কাফেরুন'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর তফসীরে কবীর অবলম্বনে	১
* হাদীস শরীফ : 'আমানত ও দিয়ানত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : (১) 'আমার বেহেস্ত'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)	৭
(২) সত্যের আহ্বান	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
* ডক্টর আবদুস সালামের নোবেল প্রাইজ লাভ	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
* কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ :		-১৩
* হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেসের দৃষ্টিতে ডক্টর আবদুস সালাম	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
* প্রফেসার সালামের পত্র :	,, ,,	২০
* যে শিশু কথা বলতো না :	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২১
* পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ডক্টর আবদুস সালাম অভিনন্দিত		২৬
* সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
তাহ্‌রীকে জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা	,,	২৮
বিশ্ব-কেন্দ্রীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত		
আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা		২৯

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর প্রীতিপূর্ণ ঈদ-মোবারকের তার-বার্তা

Moulavi Mohammad, Anjuman-e-Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca.
Eid-Mubarak. May Allah Bless All Ahmadies.
Serve Humanity and Remain Faithfull to Allah.
Dated 29/10/79 Khalifatul Masih Sales

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৯ইং : ১৫ই নবুওত ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরূন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মোট কথা, আলোচিত হাদীসগুলিতে কাফেরগণের দাবীসমূহ এরূপ যুক্তি বিরোধী এবং এরূপ বিষয় সম্বন্ধে ছিল যে, উহাদের ফয়সালা পূর্বেই কুরআন মজিদে করা হইয়াছে। উহাদের বর্তমানতায় দ্বিতীয় সূরার নযুলের কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর তো কথাই নাই, তাঁহার দাসগণও আলোচিত প্রশ্নাবলীর উত্তর উত্তমভাবে দিতে পারিতেন। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে কাফেরগণের উক্তরূপ প্রশ্ন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হইত। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার প্রশ্নের উত্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কখনও ইহা বলেন নাই যে, এই প্রশ্ন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না এবং তিনি আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিবেন এবং খোদাতায়ালাও যুক্তি-বিরোধী উত্তর দিয়াছেন এবং কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে এই সূরা নাযেল করিয়া দিয়াছেন, যাহার মধ্যে সেই মজমুন ছিল, যাহা চারি বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণের পক্ষ হইতে পেশ করা হইতেছিল এবং যাহার সমর্থনে মুসলমান স্ত্রীপুরুষ, স্বাধীন এবং গোলামগণ একাধিকক্রমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতেছিল।

উপরের কথাগুলির কেহ এই অর্থ লইবেন না যে, কাফেরগণ সেই রঙে আল্লাহতায়ালার এবাদত করিত, যে রঙে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) করিতেন। এভাবে তো সাধারণ একেশ্বর-বাদীগণও এবাদত করিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহুদীরাও এভাবে এবাদত করিত না, খৃষ্টানগণের

মধ্যে যাহারা একেশ্বরবাদী ছিল, তাহারাও করিত না। ইসলামী এবাদতের তরীকা নব প্রবর্তিত পদ্ধতি। দুনিয়ার কোথাও এ তরীকা চালু ছিল না। কারণ পূর্ণ তৌহীদের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের বৈশিষ্ট। ইহার পূর্বে দুনিয়ায় কোথাও কামেল তৌহীদ ছিল না। সুতরাং ইহা সঠিক যে, মক্কার লোকেরা সেই আকারে আল্লাহতায়ালার এবাদত করিত না, যে আকারে মুসলমানগণ করিত। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, তাহারা আল্লাহতায়ালার এবাদত করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের এবাদতের এক পন্থা ছিল আল্লাহতায়ালার নিকট মানত করা। ইহা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সুরা আন-আমে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন—

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون -

অর্থাৎ, মক্কার কাফেরগণ তাহাদের ক্ষেতের এবং পশুপালের একাংশ আল্লাহ্তায়ালার নামে দান করিত এবং এই ঘোষণা করিত যে, ইহা আল্লাহ্র এবং কিছু অংশ তাহাদের মিথ্যা মাবুদগুলির নামে উৎসর্গ করিয়া দিত এবং ঘোষণা করিয়া দিত এগুলি তাহাদের। ইহার সহিত ইহাও ঘোষণা করিয়া দিত যে, যেগুলি মিথ্যা মাবুদগণের সেগুলি খোদাতায়ালার নামে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যেগুলি আল্লাহ্র নামে দেওয়া আছে, সেগুলি তাহাদের মিথ্যা মাবুদ গণের নামে দেওয়া যাইতে পারে।" ইহা কিরূপ মন্দ মীমাংসা! তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, খোদার মর্যাদা বড় এবং তাহাদের মাবুদগণ তাঁহার অধীন। যেমন পিতার ধন পুত্রের নিকট যায়, সেইভাবে খোদার মাল ঝুটা মাবুদগুলির নিকট যাইতে পারে। কিন্তু ঝুটা মাবুদগুলির নামের মাল খোদাতায়ালাকে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ তাহারা ছোট এবং ছোটর মাল বড়র নিকট যাইতে পারে না। এখন আলোচ্য আয়াতের প্রতি নজর করিয়া দেখ, ইহার দ্বারা মক্কার কাফেরগণের মধ্যে খোদাতায়ালার এবাদত প্রচলিত থাকা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত। তাহারা তাহাদের মাবুদগুলির সম্মুখে রুকু এবং সেজদা করিত না। মাবুদগুলির পূজার পদ্ধতি এই ছিল যে, তাহাদের গুণগানে কবিতা পাঠ করিত এবং ভোগ দিত। যেহেতু মূর্তি চোখে দেখা যাইত কখনও কখনও তাহারা তাহাদের সম্মুখে হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত। সুতরাং মক্কাবাসীগণ অবশ্য মূর্তিপূজারী ছিল, কিন্তু তাহারা আল্লাহ্তায়ালার এবাদতের পরিত্যাগকারী ছিল না। তাহারা নিজেদের বুদ্ধি এবং প্রথা অনুযায়ী নিজেদের মূর্তিগুলিরও পূজা করিয়া যাইত। অনুরূপভাবে তাহারা আল্লাহ্তায়ালার এবাদতও করিয়া যাইত। ইতিহাস হইতে এ সম্বন্ধে বহু ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। এই সকল হইতে দেখা যায় যে, মক্কাবাসীরা কার্যতঃ খোদাতায়ালার এবাদতও করিয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত আব্দুল মুত্তালেব সম্বন্ধে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। উহার বর্ণনা ইবনে হিশ্যামে নিম্নরূপ লিখিত আছে ঃ

"হযরত আবু তালেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা তাহাকে বলেন যে, তিনি একদা ঘুমাইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি বলিলেন, "তৈয়েবার কূপ খনন কর।" তিনি (হযরত আবু তালেব) জিজ্ঞাসা করিলেন, তৈয়েবা কি বস্তু? ইহার পর তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি তিনি এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফেরেস্তা প্রত্যেক বার কুয়ার নূতন নূতন নাম লইতে লাগিল।

(ইতিহাসে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষেপের জন্য উহার উল্লেখ পরিত্যাগ করা গেল।) শেষ দিন ফেরেস্তা উহার নাম যমযম বলিল। সে ঐ স্থানের পরিচয়ও বলিয়া দিল, যেখানে ঐ কুয়াটি ছিল। এই স্বপ্ন অনুযায়ী হযরত আবদুল মুত্তালেব হাতে কোদাল লইলেন এবং তাঁহার পুত্র হারেসকে সঙ্গে লইলেন। (তখন পর্যন্ত হারেসই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল।) তাঁহারা কুয়া খুদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর কুয়ার চারিদিকের ঘেরা নযরে আসিল। (যমযম কুয়া হযরত ইসমাইলের মারফৎ আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হযরত হাজেরা (রাঃ) ইহার কিনারা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে আরবগণ উহাকে কুয়ার আকারে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পরে এই কুয়া বন্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ লোকে উহাকে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উহাই আল্লাহ্তায়ালা হযরত আবদুল মুত্তালেবকে পুনরায় স্বপ্নে দেখাইলেন।) যখন কুয়ার কিনারা নজরে আসিল, তখন হযরত আবদুল মুত্তালেব কৃতজ্ঞতায় আল্লাহোআকবার নারা দিলেন। (ইহা প্রমান করিতেছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালাকে মানিতেন এবং তাঁহার নামে উচ্চ ধনী করিতেন।) যখন কোরেশ-গণ তাঁহার নারা শুনিল, তখন তাহারা বুঝিল যে স্বপ্নদৃষ্ট কুয়া পাওয়া গিয়াছে। তখন তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিল এবং বলিল, "আপনি আমাদিগকেও অংশীদার করুন। হযরত আবদুল মুত্তালেব অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, "খোদাতায়ালা এই কুয়া বিশেষভাবে আমাকে দিয়াছেন। আমি কিরূপে তোমাদিগকে ইহাতে শরীক করিয়া লইব ? ইহা শুনিয়া কোরেশগণ ঝগড়া শুরু করিয়া ছিল এবং বলিল, "আমরা আমাদের হক না লইয়া ছাড়িব না।" ইহা শুনিয়া হযরত আবদুল মুত্তালেব বলিলেন, "আচ্ছা, শালিস ঠিক কর।" তাহারা বলিল, "আমরা বনু সাদ বিন হাযমের দৈবককে শালিস মানিতেছি।" তিনি ইহা মঞ্জুর করিলেন এবং কোরেশের এক বড় দল সঙ্গে লইয়া তিনি চলিলেন। পথে খাবার পানি শেষ হইয়া গেল। সকলে পানির জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই পাইল না। স্থানে স্থানে কুয়া খুদিয়া দেখিল। কোথায়ও পানি বাহির হইল না। হযরত আবদুল মুত্তালেব বলিলেন, "এভাবে বসিয়া থাকায় কোন ফল নাই। চল আমর এদিক ওদিক ঘুরিয়া পানি তালাশ করি। সকলে উটে সওয়ার হওয়ার পর, হযরত আবদুল মুত্তালেবও সওয়ার হইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার উষ্ট্রীর হাঁটু মাটিতে গাড়িয়া গিয়া পানি বাহির হইয়া আসিল। তিনি কোরেশগণকে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, قد سقانا الله "আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে পান করিবার জন্য পানি দিয়াছেন।" (এই ঘটনা হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, তাহারা আল্লাহ্তায়ালাকে প্রকৃত মাবুদ মানিত।) ইহাতে সকলে বলিল, "আল্লাহ্র কসম ! (মক্কার কাফেরগণও আল্লাহ্র কসম খাইত।) আমাদের বিরুদ্ধে তুমি ডিক্রি লাভ করিয়াছ। আল্লাহ্র কসম ! আমরা আর তোমার সঙ্গে আবে-যমযম সম্পর্কে কিছু বলিব না। যে খোদা তোমাকে এখানে পানি দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে যমযম দিয়াছেন।" অতঃপর তাহারা সকলে মক্কায় ফিরিয়া গেল।

যখন তাহারা মক্কায় পৌঁছিল তখন হযরত আবদুল মুত্তালেব বলিলেন, "কোরেশগণ আমার সহিত এই জন্য ঝগড়া করিয়াছিল যে, আমার কেহ সঙ্গী ছিল না। যদি আল্লাহ্ আমায় দশটি পুত্র দেন এবং তাহারা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দুসমনগণের মোকাবেলায় আমার পক্ষ হইয়া লড়িতে পারে, তাহা হইলে لينحرن احدهم لله عند الكعبة—খোদার কসম, আবদুল মুত্তালেব তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে খোদাতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতায় কাবার পার্শ্বে কুরবান করিয়া দিবে।" যখন খোদাতায়ালা তাঁহাকে দশটি পুত্র দিলেন, তখন তিনি কাবায় আসিলেন এবং কোরেশ সর্দারগণকে ডাকিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার মানত পূর্ণ করিতে তাহারা তাঁহার সাহায্য করুক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হুবল মুর্তির পেয়ালার দ্বারা।" (এই মুর্তি কাবার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং তাহার নিকট ৭টি পেয়ালা রাখা ছিল। ঐগুলির সাহায্যে লটারী করা হইত।) তদনুযায়ী দশটি পুত্রের নামে লটারী করা হইল। তখন হযরত আবদুল মুত্তালেব হুবলের নিকট দাঁড়াইয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করিতেছিলেন। (তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার সমক্ষেই দোওয়া করার প্রথা ছিল।) কুরবানীর জন্য লটারীতে আবদুল্লাহর নাম বাহির হইল। মক্কাবাসী-গণ বলিল, "আমরা তাঁহাকে যবেহ করিতে দিব না।" অতঃপর বহু ঝগড়া-ঝাটির পর, ফয়সালার জন্য তাহারা বিষয়টি মদিনার গণৎকারের নিকট লইয়া গেল। সে ফিদিয়ার প্রস্তাব দিয়া কাবার নিকট দশটি উট যবেহ করিতে বলিল। কিন্তু হযরত আবদুল মুত্তালেব লটারী না করিয়া ইহা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তদনুযায়ী তিনি দশটি উট ও আবদুল্লাহ্র মধ্যে লটারী করিলেন। এবং আল্লাতায়ালার নিকট দোওয়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু লটারীতে পুনরায় আবদুল্লাহর নাম উঠিল। অতঃপর উটের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে একশত উটের নাম লটারীতে উঠিল। 'সুবহানাল্লাহ্' ("আল্লাহ্ সব ত্রুটি হইতে পবিত্র"), আবদুল্লাহ্ পরবর্তীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতা হইয়াছিলেন। ফেরেশতাগণও এই ঘটনা দৃষ্টে আল্লাহ্তায়ালাকে বলতেছিল, "ওজনের পাল্লা এখনও হালকা আছে, উহার মান আরও উঁচু করুন।"

যাহা হউক, এই ফয়সালা দেখিয়া মককাবাসীগণ বলিল, লও, এখন তোমার রব রাজী হইয়া গিয়াছেন।" তদনুযায়ী একশত উঁট যবেহ করা হইল।

এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, মককাবাসীগণ খোদাতায়ালার উপর ঈমান রাখিত। তাঁহার নিকট মানত করিত। তাঁহার সমীপে দোওয়া করিত। মূর্তিগুলিকে তাঁহার অধীনস্থ মাবুদ গণ্য করিত সুতরাং মককাবাসীগণ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না যে, তাহারা মুর্তির পূজারী ছিল, খোদার এবাদত করিত না। সুতরাং তাহাদের উপর আরোপিত উক্তি যে, "তুমি আমাদের মূর্তি পূজা কর, আমরা আল্লাহ্র পূজা করিয়া লইব" মূর্খতাপূর্ণ ছিল। কারণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাহাদের মুর্তিগুলিকে মানিতেন না। পক্ষান্তরে তাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদাকে মানিত। সুতরাং এইরূপ মূর্খতাপূর্ণ দাবীর জন্য কোন সুরা নাযেল হওয়া যুক্তি বিরোধী ছিল। ইহার উত্তর প্রত্যেক মুসলান বাচ্চাও দিতে পারিত।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাতনত ও দিয়ানত (সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা)-র মর্যাদা

৩৯৫। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন : "যে মুসলমান আমানত রক্ষক ও মুসলমানদের ধনপাল (বা খাজাঞ্চি) এবং তাহাকে যাহা আদেশ করা হয়, তাহাই পালন করে এবং রক্ষিত আমানত পুরাপুরি প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যার্পন করে এবং যাহাকে দেওয়ার আদেশ তাহাকে প্রত্যার্পন করে ও তাহাকে দেয়, এরূপ ইমানদার মুসলমান সাদকাকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের সাওয়াবে শামিল।"

['মুসলিম', 'বাবু আজরিল-খাজেনিল-আমীনে ওয়াল মারআতে ইযা তাসাদ্দাকাত মিনাল বাইত ; ১-২ : ৪১৫ পৃঃ]

পুণ্যের বিভিন্ন পথ ও সৎ-কর্ম এবং পুণ্যার্জনে প্রতিযোগিতা, নেক কাজের আগ্রহ এবং যথাসাধ্য পালন।

৩৯৬। হযরত আবু আয়ুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল : "আমাকে এমন কোনো সহজ উপায় বলুন যাহা আমাকে জান্নাতে (বেহেশ্‌তে) নিয়া যায়।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "আল্লাহুতায়ালার 'ইবাদত' কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। বা-জামাত নামায পড়িবে। 'যাকাত' দিবে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করিবে।, হকদারকে হক দিবে।"

['মুসলিম, 'কিতাবুল-ঈমান,' বাবু বয়ানুল-ঈমানিল্লাযি ইয়াদখুলু বিহিল-জান্নাহ ; ১-১ : ২১পৃঃ]

৩৯৭। হযরত মায়ায রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম : 'আমাকে এমন কোন কাজ বলুন, যাহা জান্নাতে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে।' তিনি ফরমাইলেন : 'তুমি অতি বড় ও কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। কিন্তু যদি আল্লাহতায়ালা সামর্থ দেন, তবে ইহা সহজও। তুমি আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিবে। কাহাকেও তাঁহার শরীক করিবে না। অব্যতিক্রমে নামায পড়িবে। যাকাত দিবে। রমযানের রোজা রাখিবে। যদি পথেয় থাকে, তবে 'বয়তুল্লাহর' (আল্লাহ্‌র গৃহের) হজ করিবে'। অতঃপর তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'আমি কি তোমাকে নেকী ও মঙ্গলের দরোজাগুলি সম্বন্ধে বলিব না? শোন, রোযা গোনাহ

হইতে বাঁচার চান্স। সদকাহ্ গোনার আগুণকে তেমনি নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি আগুণ নিভায়। রাত্রির মধ্যভাগে নামায পড়ায় মহা ফল দেয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন: তাতাজাফা-জুনুবহুম্ আনিল মাযাজেয়'···'ইয়ামালুন' পর্যন্ত।

['পৃথক থাকে তাহাদের পার্শ্বদেশ তাহাদের শয্যা হইতে, ডাকে তাহাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তাকে ভয়ে ও আসায় এবং আমরা যাহা দিয়াছি তাহা হইতে খরচ করে। অতঃপর, জানে না কোনো আত্মা তাহাদের চক্ষু শীতল করিবার জন্য গোপন কি রাখা হইয়াছে, পুরস্কার উহার যাহা তাহারা করে'—'সুরা আস্-সিজদা; ৩২: ১৭-১৮—অনুবাদক]

অতঃপর, তিনি ফরমাইলেন: 'আমি কি তোমাকে সম্যক ধর্মের মূল, কাণ্ড ও শিখর বলিব না? আমি আরজ করিলাম: 'রাসুলুল্লাহ্, জরুর বলুন।' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: ধর্মের মূল ইস্লাম। ইহার কাণ্ড নামায। ইহার চূড়া জেহাদ'। অতঃপর তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'আমি কি তোমাকে এই সম্যক ধর্ম বস্তুর সার বলিব না'? আমি নিবেদন করিলাম: 'জি হাঁ, রাসুলুল্লাহ্! অবশ্য, বলুন,। তিনি (সাঃ) তাঁহার জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন: 'ইহাকে সংযত রাখিবে'। আমি আরজ করিলাম: আল্লাহ্র রাসুল, আমরা যাহা বলি, তাহাও কি ধরা হইবে? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'তোমার মা তোমাকে গোপন করুন। [আরবীতে এই বাক্য পেয়ার মিশ্রিত আক্ষেপ স্থলে ব্যবহৃত হয়] মানুষ তাহার কাটা ক্ষেত—মন্দ কথা, বে-মৌকা কথার ফলেই উপুর হইয়া পতিত হইবে।

['তিরমিযি,' 'কিতাবুল ঈমান,' 'বাবু ফি হুরমাতিস-সালাত; ২: ৮৬ পৃঃ]

৩৯৮। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি খোদার পথে যে নেকীতে (পুণ্যকাজে) বৈশিষ্ট্য লাভ করে, তাহাকে ঐ নেকীর দরোজার মধ্য দিয়া জান্নাতের মধ্যে আসিতে বলা হইবে। তাহাকে ধ্বনী দ্বারা জানান হইবে: 'হে আল্লাহ্র বান্দাহ্, এই দরোজা তোমার জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল। ইহারই মধ্য দিয়া ভিতরে আস।' যদি সে নামায পড়ায় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে, তবে নামাজের দরোজার মধ্য দিয়া তাহাকে আহ্বান করা হইবে। যদি জিহাদে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া থাকে, তবে জিহাদের দরোজা দ্বারা, যদি রোযায় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে, তবে পরিতৃপ্তির দরোজার মধ্য দিয়া আহূত হইবে। যদি সদকায় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে, তবে সদকার দরোজা দিয়া আহুত হইবে।' হুযুরের (সাঃ) এই ইরশাদ শোনিয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: আল্লাহ্র রসুল, আমার মাতা-পিতা আপনার (সাঃ) জন্য উৎসর্গ হউন। যাহাকে এই সব দরোজার কোনো একটির মধ্য দিয়া আহ্বান করা হইবে, তাহার অন্য আর কোন দরোজার আবশ্যক ত নাই। কিন্তু তবু যদি এমন কোনো খোশ-নছিব—সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হয়েন, যাঁহাকে এই সব দরোজা হইতেই আহ্বান আসে?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "হাঁ, আমি আসা করি যে, আপনিও এই সব খোশ-নছিব—সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।"

['বুখারী', 'কিতাবুস-সাউম,' 'বাবুর রাইয়ানে লিস্-সায়েমীন; ১: ২৫৪ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(১)

আমার বেহেশত ইহাই যে, আমি যেন আমার জীবদ্দশাতে মানব সকলকে শেরক মুক্ত দেখিতে পাই। খৃষ্টানরা যে একজন মানুষের উপাসনা করিতেছে ইহা আমাকে এতই মর্মাহত করিয়াছে যে, তদপেক্ষা কঠিন মর্মপীড়া আমার সারা জীবনে ঘটে নাই।

"যেহেতু আমি ত্রিত্ববাদের ভ্রান্তি ও খারাপি সমূহের উচ্ছেদ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি সেজন্য জগতের চল্লিশ কোটিরও বেশী লোক যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা স্বরূপ মনে করিয়া বসিয়া আছে—এই বেদনাদায়ক দৃশ্য আমার হৃদয়কে এতই আঘাত দিয়াছে যে, আমার সারা জীবনে তদপেক্ষা কঠিন মর্মপীড়া আমার কখনও ঘটে নাই। বরং দুঃখ-বেদনায় যদি মৃত্যুবরণ আমার জন্য সম্ভব হইত তাহা হইলে এই দুর্ভাবনা আমাকে নিপাত করিয়া দিত যে কেন এই সকল লোক 'একক ও অদ্বিতীয়' খোদাকে ছাড়িয়া একজন অধম-অক্ষম ব্যক্তির উপসনা করিতেছে এবং কেন ইহারা সেই মহিমান্বিত নবীর (সাঃ) উপর ঈমান আনয়ন করে না যিনি সাচ্চা হেদায়ত ও সত্য পথের নির্দেশ সহকারে জগতে আগমন করিয়াছেন। সর্বক্ষণই আমার এই আশঙ্কা রহিয়াছে যে, এই দুঃখ ও বেদনার আঘাতে আমার জীবনাবসান ঘটিয়া যায়। .....এবং এই মর্ম-বেদনায় আমার ব্যবস্থা এই যে, যদিও অপরাপর মানুষ বেহেশত কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু আমার বেহেশত ইহাই যে, আমি যেন আমার জীবদ্দশাতে মানুষকে এই শের্ক (অংশীবাদীতা) হইতে নিস্কৃতিলাভ করিতে এবং খোদাতায়ালার মহিমা ও প্রতাপকে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া লই।... আমার আত্মা সর্বক্ষণ দোওয়া করিতে থাকে যে, হে খোদা! আমি যদি তোমারই তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকি এবং তোমার ফজল ও কৃপার ছায়া যদি আমার উপর রহিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেই দিবস দেখাও, যখন হযরত মসীহ (আঃ)-এর মস্তক হইতে এই মিথ্যা দোষারোপ অপসারিত হয় যে তিনি কিনা খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন। এক দীর্ঘকাল হইতে আমার পাঁচ ওক্তের দোওয়া এই যে, খোদাতায়ালা এই সকল লোককে চোখ দিন এবং তাহারা তাঁহার তৌহীদ তথা একত্বে বিশ্বাস আনায়ন করুক, তাঁহার রসুল (সাঃ)-কে সনাক্ত করুক এবং ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত আকিদা হইতে বিরত হউক।" (তবলীগে রেসালত, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭১-৭২)

সত্যের আহ্বান

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين

('তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, খোদার যদি পুত্র থাকিত তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমি তাহার উপাসক হইতাম।' — সুরা যুখরুফ : ৮২)

এই বিজ্ঞাপন পাদ্রী সাহেবানের সমীপে অতীব বিনয়, ভক্তি ও নম্রতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যে, হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) যদি প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার পুত্র বা খোদা হইতেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমিই তাহার উপসনা করিতাম এবং সকল দেশে তাহার ঈশ্বরত্বের প্রচার করিতাম, এবং যদিও আমি তজ্জন্য দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করিতাম, প্রহৃত ও নিহত হইতাম এবং তাঁহার পথে আমাকে খণ্ড-বিখণ্ডও করা হইত, তথাপি আমি এই আহ্বান ও প্রচার হইতে বিরত হইতাম না।

কিন্তু হে প্রিয়গণ! খোদা আপনাদের প্রতি সদয় হউন এবং আপনাদের চোখ খুলিয়া দিন। হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নহেন, তিনি তো মাত্র একজন নবী. এক বিন্দুও তাহা হইতে অধিক কিছুই নহেন। খোদার সপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহার (হযরত ঈসা) প্রতি এরূপ সত্যিকার প্রেম ও মহব্বত পোষণ করি যাহা আপনারা করেন না, এবং সেই আলোকের দ্বারা তাঁহাকে চিনি ও সনাক্ত করি, আপনারা যদ্দারা আদৌ সনাক্ত করেন না। ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি খোদাতায়ালার একজন প্রিয় এবং মনোনীত নবী ছিলেন এবং সেই সকল ব্যক্তির মাঝার ছিলেন যাঁহাদের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয় এবং যাহাদিগকে খোদার হস্ত দ্বারা পবিত্র করা হয়, কিন্তু তিনি খোদা ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না। আমি এই সকল কথা নিজ পক্ষ হইতে বলিতেছি না বরং সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমার নিকট প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তিনিই আমাকে এই শেষ যুগের জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ হিসাবে নিরূপিত করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সত্য ইহাই যে, মরিয়ম পুত্র যীশু খোদাও ছিলেন না, খোদার পুত্রও ছিলেন না।

তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র বাণীর দ্বারা ভূষিত করিয়া ইহা জানাইয়াছেন যে সেই মহানবী (সাঃ) যিনি পবিত্র কুরআন পেশ করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন তিনিই সত্য নবী এবং একমাত্র তিনিই, যাঁহার পদতলে নাজাত বা পরিত্রাণ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে কখনই কোনও আলো লাভ করা যাইবে না। এবং যখন আমার খোদা সেই মহিমান্বিত নবীর মর্যাদা, শান ও মাহাত্ম্য আমার উপর প্রকাশিত করিলেন তখন আমি কম্পিত হইয়া গেলাম এবং আমার দেহ শিহরিত হইয়া উঠিল।

কেননা হযরত ঈসা মসীহর প্রশংসায় মানুষ যেমন সীমাতিক্রম করিয়াছে এমনকি তাহাকে খোদা বানাইয়াছে, তেমনি এই পবিত্রতম নবীর মর্যাদা মানুষ সনাক্ত করে নাই যেরূপ সনাক্ত করার হক ছিল এবং যে যথার্থরূপে করা উচিত। মানুষ এখনও তাঁহার কল্পনাতীত মাহাত্ম্য সমূহ জানে না। তিনিই একমাত্র নবী, যিনি তৌহীদের বীজ এমনতররূপে বপন করিয়াছেন যে আজও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। তিনিই একমাত্র নবী, যাঁহার জন্য প্রত্যেক যুগে খোদাতায়ালা তাঁহার গয়রত আত্মমর্যাদাভিমান) প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার সমর্থনে সহস্র সহস্র মা'জেযা বা অলৌকক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তেমনিভাবে এই জামানায়ও যেহেতু এই পবিত্র নবীর অত্যন্ত সম্মানহানি করা হইয়াছে সেজন্য খোদাতায়ালার আত্মমর্যাদাভিমান উত্তেজিত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল যুগ অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়াছে এবং তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহাতে আমি তাঁহার নবুওতের জন্য সমগ্র জগতে সাক্ষ্যদান করি। যদি আমি বিনা প্রমাণে এই দাবী করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী কিন্তু যদি তোদাতায়ালা তাঁহার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে এমনিভাবে আমার সত্যতার সাক্ষ্যদান করিয়া থাকেন, যেমন এই যুগে জগতের পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত কোথায়ও উহার নযির নাই, তাহা হইলে ন্যায় পরায়ণতা এবং খোদাভীরুতার আবেদন ও দাবী ইহাই যে, আমাকে আমার এই যাবতীয় শিক্ষা সহ আপনারা গ্রহণ করুন।.....

(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৬১৭-১৯)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

"এক নূতন আকাশ এবং এক নূতন জগত দেখা দিবে। সে দিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভ করিবে। তাহার পর অনুতাপের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আগ্রহের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। কেবল তাহারাই বাহিরে থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয় প্রকৃতির দ্বারা মোহরকৃত হইবে ; যাহারা আলো ভালবাসে না, পরন্তু অন্ধকার ভালবাসে। ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে এবং সকল অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র যাহা না ভাঙ্গিবে, না ভোতা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি তৌহীদ, যাহা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ-মরুবাসীগণও তাহাদিগের অন্তরে অনুভব করিবে, চরাচরে ছড়াইয়া পড়িবে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্ত অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকিবে না। স্বর্গীয় হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কুচক্রকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু তরবারী বা বন্দুকের সাহায্যে নহে। পরন্তু কতকগুলি আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করিয়া এবং কতকগুলি পবিত্র হৃদয়কে স্বর্গীয় দীপ্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া। কেবল সেই সময়েই তোমরা বুঝিবে যাহা আমি বলিতেছি।"

(তবলীগে রেসালাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮-৯ পৃঃ)

সম্পাদকীয়—

ডক্টর আবদুস সালামের নোবেল প্রাইজ লাভ

"আমার অনুসারিগণকে জ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্যদের উপর প্রবল রাখিবেন।"—(হযরত মসীহ মওউদ)

অঙ্কশাস্ত্র এবং পারমানবিক পদার্থ বিজ্ঞান (Nuclear Physics)-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক মোহতারম জনাব ডক্টর আব্দুস সালাম (যিনি খোদাতায়ালার ফজলে একজন নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী মুসলমান) তাঁহার মহান ও মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা মূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল প্রাইজে ভূষিত হইয়াছেন। ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেব প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক যিনি বিশ্বের এই সর্বোচ্চ সম্মানে অভিষিক্ত হইলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানেস (আইঃ), কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ—সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, তাহ্‌রীকে জদীদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ওয়াকফে জদীদ আঃ আঃ, মজলিসে আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাজীয়া এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে মাননীয় ডক্টর সাহেবকে মোবারকবাদ জানানো হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সহ সকল মুসলিম দেশ হইতে গর্ব ও প্রীতি ভরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই সম্মান ও মর্যাদা তাঁহার জন্য এবং জামাত আহ্‌মদীয়া এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য মোবারক করুন।

ইউনিফাইড থিউরী :

(১) মধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravity) (২) পদার্থের শক্তিশালী আনবিক শক্তি (Strong Nuclear Force) (২) পদার্থের দুর্বল আনাবিক শক্তি (Weak Nuclear Force) (৪) বৈদ্যুতিক চম্বক শক্তি (Electro Magnetic Force)—এই চারটি শক্তি পদার্থ হইতে সৌর জগত বরং সমগ্র মহাবিশ্ব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুকে একত্র সংযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। যদি এই সকল অদৃশ্য শক্তি না থাকিত তাহা হইলে বিশ্ব-জগত ক্ষণিকের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত পদার্থের একটি অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইত। পারমানবিক শক্তি ও পদার্থকে একই সত্তার দুইটি রূপ প্রমাণকারী এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব বা রিলেটিভিটি থিউরীর আবিষ্কারক ডঃ আলবার্ট আইন্সটাইন ৩০ বছর ব্যাপী উল্লেখিত চারটি শক্তির পারস্পরিক সংযোগ এবং অভিন্ন ভিত্তির অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বস্তুগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু একজন মুসলমান হিসাবে প্রফেসার আব্দুস সালামের এই বিশ্বাস ও আকীদা রহিয়াছে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালা হইলেন 'আহাদ' (সবৈব একক সত্তা) এবং তাঁহার তৌহিদ এবং এককত্বের অপরিহার্য ফলশ্রুতি ইহাই

হওয়া উচিত যে, কুদরতের সমগ্র বহিপ্রকাশ ও বিকাশস্থল সমূহে যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্যতা বিদ্যমান, উহাদের সর্ব গভীরে সক্রিয় সত্তা একটিই মাত্র হওয়া উচিত। এই আকীদার ভিত্তিতে তিনি উল্লিখিত চারটি শক্তির একক ও অভিন্ন বুনিয়াদ খুঁজিয়া বাহির করার বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরিশেষে তিনি প্রমাণ করিতে সফলকাম হইয়াছেন যে, Electro Manatic Force এবং Weak Nuclear Force প্রকৃত পক্ষে একটি শক্তিরই দুইটি বহিপ্রকাশ। সেইজন্য এই থিউরীটিকে Unified Theory নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই গভেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে অদুর ভবিষ্যতে পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। ডঃ সালাম সাহেবের এই প্রতিষ্ঠিত গবেষণার ফলে ইসলামের তৌহিদবাদের সত্যতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সপ্রমাণিত হইবে। ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, জামাত আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আজ হইতে সাতাযী (৮৭) বৎসর পূর্বে ইসলামী নীতি ও শিক্ষার মহান বিজয় সমূহের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিজয় সমূহ অদুর ভবিষৎকালের মধ্যেই ইসলাম আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অর্জন করিবে। তিনি বলেন :

"বর্তমান যুগের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান (ইসলামের উপর) যতই শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ করুক না কেন, আর যতই নিত্যনূতন অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হইয়া চড়াও করিতে থাকুক না কেন, তথাপি পরিণামে উহাদের জন্য (ইসলামের নিকট) পরাজয় নির্ধারিত রহিয়াছে। আমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলিতেছি যে, ইসলামের উচ্চতর ও অতুলনীয় শক্তি নিচয়ের জ্ঞান আমাকে প্রদান করা হইয়াছে, যে জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আমি বলিতে পারি যে, ইসলাম অধুনা দর্শন ও বিজ্ঞানের আক্রমণ সমূহ হইতে শুধু আত্মরক্ষাই করিবে না, বরং আজিকার বিরুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভ্রম-ত্রুটি ও অজ্ঞানতা সমূহও সপ্রমাণিত করিবে। দর্শন ও পদার্থিক বিজ্ঞানের অধুনা যাবতীয় আক্রমণের দিক হইতে ইসলামের পবিত্র রাজ্যের জন্য কোনই আতংক বা আশঙ্কা নাই। ইসলামের গৌরবের দিন সন্নিকট ; এবং আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আকাশে উহার বিজয়-চিহ্ন প্রকাশমান। এই গৌরব রুহানী (আধ্যাত্মিক) এবং বিজয়ও রুহানী, যাহাতে বাতিল (ভ্রান্ত) জ্ঞানের বিরুদ্ধ শক্তিসমূহকে ইসলামের এলাহী (ঐশী) শক্তি এতই দুর্বল প্রতিপন্ন করে যেন উহাদের অস্তিত্বকেই নির্মূল করিয়া দেয়। (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২৫৪-২৫৫)

সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার, যিনি মোহতারম প্রফেসার ডক্টর আব্দুস সালাম কর্তৃক পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শীর্ষস্থানীয় স্বীকৃতি অর্জনের দ্বারা উল্লিখিত খোদায়ী শুভসংবাদসমূহকে এক অভিনবরূপে পূর্ণ করিয়া ইসলামের রুহানী গৌরব ও প্রাধান্য এবং বিজয়ের আনন্দদায়ক পূর্বাভাস সমূহকে উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন। ইনশাআল্লাহ এই সকল প্রীতিকর পূর্বাভাসমূহ অদুর ভবিষ্যতে উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইতে থাকিবে এবং পরিশেষে বিশ্ব-মানবজাতি ইসলামের চিরন্তন সত্য সমূহের জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক প্রধান্যকে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া উহার শান্তিপূর্ণ পতাকার নীচে সমবেত হইবে। এমনিভাবে ইসলামের প্রতিশ্রুত প্রধান্য ও বিজয় কার্যকরীরূপে উহার পূর্ণ ও পরিণত পর্যায়ে উপনীত হইবে।

চরম বিনয় ও আজেযীর সহিত আমাদের আত্মা মহান আল্লাহ্‌র আসতানায় সেজদা-বনত হইয়া এই প্রার্থনা জানায় যে, হে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী খোদা! তুমি ভবিষ্যতে তোমার বান্দা মোহ্‌তারম প্রফেসার সালামকে ইহার চাইতে মহত্তর কীর্তি সাধনের এবং মুসলিম জাহানের সম্মান ও মর্যাদা উত্তরত্তর বৃদ্ধি করিবার তওফিক দান কর, এবং তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের দিনকে ত্বরান্বিত কর, যাহাতে এ জগদবাসী প্রকৃত তৌহীদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় পতাকাতলে সবেবত হয়। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

(—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে ডক্টর সালামকে মোবারকবাদ

ডক্টর আব্দুস সালামকে তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য হুজুরের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মোবারকবাদের তার প্রেরণ করা হয়ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার। আমার তরফ হইতে এবং জামাত আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আহ্‌মদীগণ এবং সকল পাকিস্তানী আপনার জন্য গর্ব বোধ করেন। আহ্‌মদীদের জন্য ইহা অতি গৌরবের কারণ যে, প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক এবং পাকিস্তানী হিসাবে যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন তিনি একজন আহ্‌মদী। খোদাতায়ালা ভবিষ্যতে আপনাকে ইহার চাইতেও মহত্তর সম্মান সমূহের দ্বারা ভুষিত করুন এবং আপনাকে তাঁহার সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা সদা অভিষিক্ত করুন। —খলিফাতুল মসীহ" (অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ)

শুভ বিবাহ

বর্তমান ময়মনসিংহ নিবাসী আল-হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের বড় কন্যা মোসাম্মাৎ আমাতুন নূর বুশরার সহিত ঢাকা নিবাসী আল-হাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেবের প্রথম পুত্র আব্দুল আহাদ খাঁন চৌধুরীর শুভ বিবাহ চল্লিশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ময়মনসিংহে সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীণরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব উক্ত বিবাহ উপলক্ষে শুকরানা স্বরূপ পাক্ষিক আহ্‌মদীর জন্য ষাট টাকা চাঁদা দান করিয়াছেন। জাযাহুমুল্লাহতায়ালা।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৩৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা রাবওয়ায় ঐতিহ্যপূর্ণ সমারোহে অনুষ্ঠিত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (অইঃ)-এর

উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ ঃ

রাবওয়া ঃ ১৭, ১৮ ও ১৯শে ইখা/অক্টোবর—তিন দিন ব্যাপী ৩৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ঐতিহ্যপূর্ণ সমারোহের সহিত অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে ৬৮৯ টি মজলিস যোগদান করে (যেখানে বিগত বৎসর প্রথম দিন ৫৫৮ টি মজলিস যোগদান করিয়াছিল) এবং রাবওয়ার খোদ্দাম ছাড়াই বাহিরের মজলিস সমূহের ৩৩৪৫ জন খোদ্দাম উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন (যেখানে বিগত বৎসর সেই সংখ্যা ছিল ২৯০২)। হুজুর (আইঃ) প্রথম দিন যোগদানকারী মজলিস এবং বহিরাগত খোদ্দামের উক্ত সংখ্যায় উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বের তুলনায় কিছুটা জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে ; যদিও ততটা নয়, যতটা হওয়া উচিত ছিল।

হুজুর (আইঃ) প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ব্যাপী ভাষণ দান করেন। অতঃপর হুজুর আল্লাহ্‌-তায়ালার দরবারে সবিনয়ে সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন। হুজুর (আইঃ) তাঁহার সারগর্ভ পবিত্র উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, জামাত আহমদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের দায়িত্ব, তাহারা যেন যথাসাধ্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত মানবজাতির হক ও অধিকার প্রদানে সবিশেষ যত্নবান হন। হুজুর তাহাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহারা নিজেরাও যেন কাহারও হক না মারেন এবং যথাসম্ভব কাহারও হক অন্যের দ্বারা বিনষ্টও হইতে না দেন। হুজুর বলেন, যদি এরূপ করা হয়, তাহা হইলে এই জগত জান্নাত স্বরূপ হইতে পারে।

হুজুর তাঁহার মর্মস্পর্শী ভাষণে ইসলামী শিক্ষার বরাত দিয়া শরীয়ত নির্ধারিত হক ও অধিকার সমূহের উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন, ইসলাম প্রতিটি কাজের যে আদেশ দিয়াছে উহা আমাদের ফায়দার জন্য তো বটেই, বরং সঙ্গে সঙ্গে উহা অপরাপরের হক আদায়েও সহায়ক হয়। তেমনিভাবে আল্লাহতায়ালা যে সকল কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে প্রতিটি নিষেধের দ্বারা তিনি অপরাপরের হক হরণের দুয়ার বন্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সকল আদেশ-নিষেধের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ইহাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে এ সকলের দ্বারা অন্যের হক আদায়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিরূপিত হয় এবং হক বিনষ্ট বা হরণের কবল হইতে বাঁচার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। মুসলমানদিগকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' বলিয়া এজন্যই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাবলী পালন করিয়া এবং অপরাপরের দ্বারা পালন করাইয়া এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, যে সমাজে মনুষ্যের হক ও অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ের পূর্ণ জামানত দান করা হইয়াছে।

ভাষণের প্রারম্ভে হুজুর বলেন, হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) -এর আনীত শরীয়তের মধ্যমেই প্রথমবারের মত মানব ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিল যে, জগতের প্রতিটি বস্তুর হক ও অধিকার নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবী করীম (সাঃ আঃ) যেহেতু সারা জগতের জন্য বরং সমস্ত 'আলামীন' (মহা বিশ্ব)-এর জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেহেতু সেই সকল হক ও অধিকারের গণ্ডি বা পরিমণ্ডল সমগ্র মানবজাতি পর্যন্ত প্রসারিত।

হুজুর মানবাধিকার বিষয়ে অন্যের হক প্রদানের ইসলামী শিক্ষা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, সে যেন পূরোপুরীভাবে সচেতন থাকিয়া নিষ্কলুষ ইচ্ছা ও খাঁটি নিয়তের সহিত অন্যের হক আদায় করে। এই প্রসঙ্গে আর্থিক দিক দিয়া যে সকল হক তাহার দেওয়া উচিত সেগুলি 'সায়েল' (প্রকাশ্য প্রার্থী) এবং 'মাহরুম' (অপ্রকাশ্য প্রার্থী বা বঞ্চিত) উভয়ের উপর ব্যপ্ত রহিয়াছে। হুজুর বলেন যে, প্রত্যেক আহ্‌মদীর কর্তব্য, সে সেন লক্ষ্য রাখে যে, কাহারও যেন হক হরণ বা বিনষ্ট না হয়। এবং যেক্ষেত্রে এরূপ সংঘটিত হইতে দেখিতে পায়, সেখানে প্রীতি ও ভালবাসার সহিত এবং সামাজিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল নষ্ট না করিয়া হক দেওয়াইবার প্রয়াস পায়। আর যদি তাহার নিজের জিম্মায় কাহারও হক বর্তায়, তাহা যেন ত্বরিৎ আদায় করার চেষ্টা করে। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকল দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে দান করিয়াছেন, উহাদের পরিপোষণ ও বর্ধন ও বিকাশের জন্য সমীচীন পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রত্যেক মুনলমানের অবশ্য কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিটি মুসলমানের ইহা দায়িত্ব যে, কোন শিশু যদি শিক্ষাক্ষেত্রে আগাইয়া যাওয়ার হক রাখে, তাহা হইলে আকিদাগত (ধর্ম বিশ্বাসগত) বা দেশীয় বা পারিবারিক বা অন্য কোন প্রকারের বিদ্বেষকে যেন তাহাকে সেই হক দেওয়ার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইতে না দেয়, এবং সামগ্রিকভাবে শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, দেশ-বিদেশ এবং সারা জগতের অধিবাসীদের ইহা কর্তব্য যে তাহারা এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যে সমাজে পাপ-পঙ্কিলতা যেন প্রশ্রয় না পাইতে পারে এবং কাহারও হক হরণ বা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান না থাকে।

হুজুর বলেন, জগতব্যাপী সকল মানুষের ইহা কর্তব্য, তাহারা যেন ইসলাম নির্দেশিত অতুলনীয় মূল্যায়ন সমূহ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। এতদ্বারা এরূপ সমাজ কায়েম হইবে যে, সত্য যে ব্যক্তির চোখে ধরা পড়িবে সে উহা গ্রহণে তৎপর হইবে এবং সে খোদতায়ালার সহিত এক জীবন্ত সম্পর্ক কায়েম করিতে পারিবে।

হুজুর ইসলামী আখলাক বা নৈতিক মূল্যবোধ সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর জগতব্যাপী আখলাক শিক্ষা দানকারী নবী করীম (সাঃ আঃ) ব্যতীত আর কেহই নয় এবং সমগ্র ইসলামী মূল্যায়ন সমূহ মানব প্রকৃতিরই অংশবিশেষ। হুজুর বলেন, জগৎব্যাপী মানুষকে খোদাতায়ালার অনুগত বান্দায় পরিণত করার উদ্দেশ্য কার্যকরী প্রচেষ্টা জামাত আহ্‌মদীয়াকেই করিতে হইবে এবং জামাত আহ্‌মদীয়া সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

হুজুর ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের এই দিকটিরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী, মুসরেক (অংশীবাদী) হউক অথবা খোদাকে অস্বীকারকারী নাস্তিকই হউক কাহারও অনুভূতি ও মনোবৃত্তিকেও আঘাত না দেওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহাই সেই শিক্ষা যাহাকে ইসলামী শিক্ষা বলা হয়। ইসলাম বলে, প্রতিটি ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং উহার কার্যকরী বা ব্যাবহারিক দৃষ্টান্ত হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) নিজে বর্ণনা করিয়াছেন কেননা তিনি বলিয়াছেন।

نما انا بشر مثلكم – অর্থাৎ মানবজাতির কর্ণকোহরে এ সত্যটি পৌঁছাইয়া দাও যে, বাশার বা মানব হিসাবে তোমাদের এবং আমার মধ্যে কোন তফাৎ নাই। এ কথাটি সেই ব্যক্তি বলিয়াছেন যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "পৃথিবী ও আকাশমালা তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পরিশেষে হুজুর দোওয়া করেন যে খোদাতায়ালা করুন আমরা যেন মানবধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠাকারী হইতে পারি যাহাতে আমরা যখন এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রভু-পরওয়ারদিগার আল্লাহ্‌র সমক্ষে হাজির হইবে তখন খোদাতায়ালার সকল ফেরেশতা যেন সার্বিক বরকত ও কল্যাণ সহকারে আমাদের সম্বর্ধনার জন্য দণ্ডায়মান থাকেন। আমীন। (আল-ফজল, ২০শে অক্টোবর ১৯৭৯)

সমাপনী ভাষণ :

রাবওয়া, ২১শে এখা (অকটোবর) – সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) খোদ্দামের ৩৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় সমাপনী ভাষণ দিতে গিয়া অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও তেজদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে খোদাতায়ালার কার্য ও বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, জামাত আহ্‌মদীয়াকে মরিবার জন্য নয় বরং অন্যকে ও সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হুজুর বলেন, জামাতের ছোট-বড় সকলের নিকট আজ আমার পয়গাম এই যে, বিনয় সুলভ পথ সমূহে পরিচালিত হইয়া এবং খোদাতায়ালার হাম্‌দ এবং প্রশংসার গীত গাহিয়া ক্রমাগত আগাইয়া যাও। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার ফেরেস্তাগণ আসমান হইতে তোমাদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইবেন এবং তোমরা তোমাদের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য স্বীয় জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইবে। হুজুর বলেন, মানবজাতিকে যে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র করণ শক্তির ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানবজাতি একক ও অদ্বিতীয় খোদার পতাকার নীচে একত্রিত হইবে এবং খোদাতায়ালার প্রীতি ও সোহাগ অর্জন করিবে, তাহাদের অন্তর খোদাতায়ালার প্রশংসায় সদা সমাচ্ছন্ন থাকিবে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম ও ভালবাসা তাহাদের হৃদয়ে সর্বদা উদ্বেল-উচ্ছল থাকিবে।

হুজুর বলেন, এই যে ওয়াদা খোদাতায়ালা দিয়াছিলেন সেই ওয়াদার পূর্ণতার সময় সমাগত এবং খোদাতায়ালার তদ্বির ও তকদীর উভয়ই সক্রিয় ও তৎপর রহিয়াছে এবং জগতের প্রান্তসমূহ পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সমূহ সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। এই মহাবিপ্লব জামাত আহ্‌মদীয়াকে, যাহা একটি গরীব জামাত, যাহা মানুষের প্রত্যাখ্যাত জামাত, যাহা একটি অসহায় এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কবিহীন জামাত—উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা ধরাপৃষ্ঠ হইতে স্বহস্তে তুলিয়া আকাশমালা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। হুজুর নারায়ে তকবীর, ইসলাম, আহ্‌মদীয়াত এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস জিন্দাবাদ-এর বিপুল উচ্ছ্বসিত নারা সমূহের গগনচুম্বি গুঞ্জনের মধ্য দিয়া বলেন যে, খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপা বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে এবং আমাদের নিকট সে ভাষা নাই যদ্দারা আমাদের রব্বে-করীম—মহানুভব খোদার শুকরিয়া আদায় করিতে পারি। দুনিয়া বলিয়াছিল যে এই জামাতকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিয়া ছাড়িবে কিন্তু খোদাতায়ালার কার্য ও বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করিয়াছে যে এই জামাত মরিবার জন্য নয় বরং অন্যকেও সঞ্জীবিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

হুজুর তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর বর্ষণরত খোদাতায়ালার অগণিত ফজল ও কৃপা এবং পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেন। হুজুরের ভাষণ দানকালের মধ্যেই যখন বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন হুজুর বৃষ্টির দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই যে বৃষ্টি হইতেছে ইহা রহমতের বৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে কে ইহা দাবী করিতে পারে যে, সে এই বৃষ্টিকণাসমূহ গণনা করিতে পারে? কিন্তু খোদাতায়ালার যে বারিবর্ষণ আমাদের জামাতের উপরে হইতেছে তাহা ইহা হইতেও বেশী। ইহাতে উপস্থিত মণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্ত নারা তকবীর, হযরত খাতামাল-আম্বিয়া জিন্দবাদ এবং ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াত জিন্দাবাদ-এর ধ্বনিসমূহ উত্থাপন করেন।

হুজুর জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌তায়ালার অবিরত ফজল ও কৃপার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, খোদাতায়ালার রহমতের দুইটি তাজা নমুনা এই যে, ইউরোপ এবং ইংল্যাণ্ডের জামাতসমূহকে আল্লাহ্‌তায়ালা এই তওফিক দিয়াছেন যে, নরওয়েতে একটি বিরাট সম্পত্তি তাঁহারা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছেন। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহারও তওফিক দান করিয়াছেন যে, স্পেনে—যাহা খৃষ্টানদের ক্যাথলিকউজমের বাসগৃহস্বরূপ সেখানেও এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং সে ভূমি সম্বন্ধে সেখানকার লোকেল বডি এবং সরকার লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে, সেখানে জামাত আহ্‌মদীয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচার-কেন্দ্র এবং আল্লাহ্‌র গৃহ মসজিদ নির্মাণ করা যাইতে পারে।

হুজুর বলেন, এখন দুই-একটি দেশ ব্যতীত যেখানে প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে, ইউরোপের আর সকল দেশেই আল্লাহ্‌র নাম উঁচু করার জন্য এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশন-হাউস এবং মসজিদ সমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

হুজুর আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও কৃপা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, কুরআন করীমের তরজমা এবং তফসীর বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমেরিকা এক মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষ অনুবাদ সহ কুরআন করীমের কপি বিতরণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ শুরু করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে একটি বড় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে বিশ হাজার কপির মুদ্রণ কাজ শুরু হইয়াছে এবং আশা আছে যে, নভেম্বর মাসে তাহারা এই বিশ হাজার কপি ছাপাইয়া আমাদের হস্তান্তর করিবে। উহার কয়েক পৃষ্ঠার সেম্পল আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। মুদ্রণমান অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সল্প দামে তাহারা ছাপাইতেছে। হুজুর এই পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, অনুদিত কুরআন শরীফের উক্ত বিশ হাজার কপি আমেরিকায় ছড়াইবার পর আরও অর্ডার মেওয়া হইবে। সেখানে এরূপ পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে, যাহারা কুরআন মজীদের কয়েক লক্ষ কপি চাহিতেছে কিন্তু পূর্বে তাহারা সেম্পল চাহিত। এখন সেম্পল তৈয়ার হইয়াছে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়াছে, পথ সুগম হইয়াছে এবং খোদাতায়ালার ফজলে আমরা আশা রাখি যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিপুলরূপে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় কুরআন করীম আমেরিকায় বিতরণ করা হইবে।

হুজুর বলেন, তেমনিভাবে সুইটজারল্যাণ্ড এবং পঃ জার্মানীর দুইটি স্থানে পাবলিক মিটিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উভয় সভায় সেই সকল দেশের অবস্থানুযায়ী বহুল সংখ্যায় লোক যোগদান করেন। সেখানে ইসলামের শিক্ষা শোনা এবং জানার প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ সৃষ্টি হইতেছে।

হুজুর আহ্‌বাবে-জামাতকে তাহাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এসকল দেশের জনসাধারণকে ইসলামের শিক্ষা শোনাইবার জন্য আমাদের প্রস্তুতি করা উচিত। ইহার জন্য আমাদের ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত যুবকদের প্রয়োজন। এতদদ্দেশ্যে জামেয়া আহ্‌মদীয়ায় পড়া-শুনা জরুরী নয়। প্রত্যেক আহ্‌মদী যুবকের উচিত অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করা। ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃতি সমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়রূপে এবং উচ্চমানের ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। হুজুর বলেন, ইহা এমন একটি জিনিষ যে, এগুলি পাঠ করিয়া মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং যুক্তি-প্রমাণের শক্তিশালী প্রভাবকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। এগুলি আমাদেরও পড়া উচিত এবং নিজেদের পরিচিত ব্যক্তিদিগকেও পড়ানো উচিত, বিশেষতঃ অমুসলিম পরিচিত লোকদিগকে।

হুজুর তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে খোদাতায়ালার প্রসংশা ও স্তুতি বর্ণনা করিয়া বলেন, 'রাযিনা বিল্লাহে রাব্বান'—(সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আমরা সন্তুষ্ট)। আমাদের মহানুভব রব অত্যন্ত দয়ালু। আসমান ও জমীনকে তিনি আমাদের জন্য তাঁহার

অগণিত নেয়ামতে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার নৈকট্যের আসমান সমূহে আরোহণের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রকৃতি ও স্বভাব, দেহ ও আত্মার প্রয়োজনীয় সব কিছুই আকাশমালা ও পৃথিবীতে আমাদের জন্য সরবরাহ করিয়াছেন যেগুলির সৌন্দর্যের প্রতিটি দিককে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর রূপদান করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে 'রাহমাতুল-লিল-আলামীন' (সাঃ)-কে আমাদের হাদী ও পথ-প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের আত্মাকে আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত করিয়াছে। হুজুর বলেন, আমরা সেই পূর্ণতম হাদী ও পথপ্রদর্শকের প্রতি ও সন্তুষ্ট—'বে-মুহাম্মাদিন রসুলান'। আমরা প্রীত ও সন্তুষ্ট মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি আমাদের সমক্ষে এক পূর্ণ ও পরিণত এবং সর্বাঙ্গীণ সুন্দর 'উসওয়া'—জীবনাদর্শ ও দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন, এবং আমাদের জন্য ইহা সম্ভবপর করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন স্ব স্ব যোগ্যতার গণ্ডীতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। তিনি মানবজাতিকে এতই ভালবাসিয়াছেন যে তাহাদের জন্য খোদাতায়ালার সমীপে এমন ভাবেই দোয়া সমূহ চাহিয়াছেন যে, তাহা কবুল হইয়াছে। (দৈনিক আল ফজল, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৯ইং)

অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

"মানুষের অবস্থা সমূহের মূল উৎস তিনটি—অর্থাৎ নফসে আম্মারাহ্ (অবাধ্য আত্মা), নফসে লাউওমাহ্ (তিরস্কার কারী আত্মা) এবং নফসে মুৎমাইন্নাহ্ (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা) এবং ইসলাহ্ বা শুদ্ধির পথও তিনটি। প্রথম এই যে, হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য অসভ্য মানুষকে প্রথমতঃ নিম্নস্তরের নীতির উপর কায়েম করিতে হইবে, যেন সে পানাহার এবং বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে মানবোচিত নিয়মে চলে। উলঙ্গ বিচরণ করিবেনা, কুকুরের মত মুর্দা খাইবে না এবং অন্য কোন প্রকার অনাচার করিবে না। প্রবৃত্তির সংস্কার কার্যের ইহা সর্ব নিম্নস্তরের ইসলাহ্। ইহা এই প্রকারের ইসলাহ, যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পোর্ট ব্ল্যায়ারের জংগলী মানুষের মধ্যে কাহাকেও মানবতার প্রয়োজনীয় উপাদান শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমে ছোট-খাট মানবোচিত নীতি এবং শিষ্টাচারের পন্থা শিক্ষা দিতে হইবে। ইসলাহের দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মানবতার সাধারণ বাহ্যিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাকে মানবতার উন্নতমানের নীতিসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে এবং মানুষের বৃত্তি সমূহে নিহিত শক্তি সমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে ব্যাবহার করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। তৃতীয় উপায় সংস্কার সাধনের এই যে, যাহারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইয়াছে তাহাদের ন্যায় শুষ্ক সাধকগণকে প্রেম-সুধা এবং ঐশী-মিলনের স্বাদ গ্রহণ করাইতে হইবে। ইসলাহের এই তিন উপায় কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।"

ডক্টর আব্দুস সালাম তাঁহার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর দৃষ্টিতে

রাবওয়া, ২০শে অকটোবর—জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইয়েদাহুল্লাহুতায়ালা বেহনাসরেহিল আযীয) আহ্‌মদীয়াতের গৌরবোজ্জ্বল সন্তান এবং বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডকটোর আবদুস সালাম সম্বন্ধে আজ এখানে অনুষ্ঠিত লাজনা এমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ দিতে গিয়া অত্যন্ত প্রীতি ও প্রসংশাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। হুজুর বলেন, ডকটোর সালাম যিনি একজন মহান বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বের সব চাইতে সম্মানিত পুরস্কার অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দান করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীয় ব্যবহারিক জীবন (আমল) এবং স্বভাব চরিত্রকে ইসলামের ছাঁচে ঢালিবার তওফিক দিয়াছেন, শৈশব হইতেই সময় নষ্ট না করার তওফিক দিয়াছেন, সকল প্রকার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়া জ্ঞান আহরণের তওফিক দিয়াছেন, তাঁহার মেধায় বরকত দিয়াছেন এবং তাঁহাকে জগতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের সাঁড়িতে খাড়া করিয়াছেন। হুজুর বলেন, ডকটোর সালামের সম্মান ও মর্যাদা এরূপ পর্যায়ের যে, যদি কোন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং সেখানে রুশ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণ যোগদান করেন এবং তিনি ডঃ সালাম) কনফারেন্স-হলে বিলম্বে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি সেখানে ঢুকিবা মাত্র সকলে তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁহার নিজের অবস্থা এরূপ যাহাকে ইংরেজীতে Unassuming বলা হয় —এ সব কিছুর প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই, কোনই ধারণা-চেতনা নাই যে, তিনি এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক। আপনারা তাঁহার সহিত দেখা করিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি এমনই সাধারণ মানুষের ন্যায় একজন পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী। হুজুর বলেন, আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই বুজুর্গের ঘটনা আপনাদিগকে শোনাইয়া দেই, যাঁহাকে একজন বিত্তবান অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তিনি মূল্যবান পোষাকও পরিধান করিতেন কিন্তু খদ্দর ও সাধারণ পোষাকও পরিতেন। একবার সেই ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে নেমন্তণ করিল। তিনি সাধারণ কাপড় পরিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দারোয়ান তাঁহাকে ঢুকিতে দিল না। অতঃপর তিনি ফেরৎ আসিলেন এবং তাঁহার এক হাজার আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের জাঁকজমক-পূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া গমন করিলেন। তখন তাঁহার প্রতি অনেক সম্মান-ভক্তি প্রদর্শন করা হইল। যখন খাবার আসিল, তিনি তাঁহার মূল্যবান আলখেল্লার আস্তীন তরকারীর মধ্যে ডোবাইয়া দিলেন। ইহাতে মানুষ হতভম্ব হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 'তোমরা আমার নেমন্তণ কর নাই, এই আলখেল্লার নেমন্ত করিয়াছ।

হুজুর বলেন, ডক্টর সালামও ঐ শ্রেণীরই মানুষ। তিনি একেবারেই জানেন না যে, তিনি এত বড় বৈজ্ঞানিক, এবং অন্যান্যদের ও তাঁহার মধ্যে প্রভেদও আছে।

হুজুর বলেন, স্বয়ং হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়া ছিলেন, انا بشر مثلكم !—অর্থাৎ, 'মানুষ হিসাবে আমি এবং তোমরা সকলই সমান।'

(দৈনিক আল-ফজল, ২১শে অকটোবর ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

প্রফেসার সালামের পত্র

চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহ্মদ খান সাহেব প্রেরিত মোবরকবাদ তার-বার্তার জবাবে নোবেল প্রাইজ অর্জনকারী মোহ্তারম প্রফেসার আব্দুস সালাম সাহেবের তরফ হইতে সাম্প্রতিক প্রাপ্ত পত্র নিম্নে দেওয়া গেল। উক্ত পত্রে তিনি বাংলাদেশের সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নিকে সালাম এবং দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم — London

نحمده ونصلي على رسوله الكريم — 4. 11. 79

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله I am deeply grateful for your kind Telegraphic message. I praise Allah and request for prayers from members of the Community. It was these prayers which brought the honour in the first place. Allah bless you all. ربنا تقبل منا

Kindly thank the friends who have individually written or cabled from Chittagong and Bangladesh. I am trying to write individually, but it may be sometime before I can write personally.

Yours Sincerely

Abdus Salam

To

Ghulam Ahmed Khan,
President Anjuman-e-Ahmadlyya.
Chittagong,
8, Katalgonj Road, Chittagong,
Bangladesh.

যে শিশু বলতো না কথা

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্-এ-মওউদ (আঃ)-এর বুজুর্গ সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন হযরত গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী (রাঃ)। হযরত রাজেকী সাহেবের নিকট একদিন বছর তিনেকের একটি সৌম্য-সুন্দর শিশুকে নিয়ে এলেন তার বাপ ; বললেন হুজুর বাচ্চাটার আমার বয়স তিন বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও কথা বলে না—একটু দোয়া করুন হুজুর। হযরত রাজেকী সাহেব (রাঃ) দোয়া করলেন এবং বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বললেন, "এতনা বলে-গা কে দুনিয়া সুনে-গি।"

হযরত রাজেকী সাহেবের ঐ দোয়া এমন যে অক্ষরে অক্ষরে ফলবে তা কে জানতো সে দিন, হয়ত বা ভাগ্যবান পিতা শ্রদ্ধেয় মোহতারম মোহাম্মদ হোসেন সাহেবও নয়।

পিতা ছিলেন ঝং-এর বাশিন্দা, এবং ঝং জামাতে আহ্‌মদীয়ার জিলা প্রেসিডেন্ট। ঝং পাকিস্তানে পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি জিলা। অনুন্নত সব দিক দিয়েই শিক্ষায়, দীক্ষায়, আর্থিক অবস্থায়। দরিদ্র এই এলাকার দরিদ্র জনগণের শিক্ষার উন্নয়ন ক্ষেত্রে কিছু খেদমত করার সুযোগ এলো এবার। তাই, ঘোষণা করলেন তিনি নোবেলের বিরল সম্মান অর্জনের সঙ্গে যে অর্থ সম্মাননার প্রতীক হিসেবে পাবেন তিনি তা নিয়োজিত করবেন ঝং-এর শিক্ষার উন্নতির জন্যও। বলা বাহুল্য, এই মহানুভব ঘোষণা হচ্ছে হযরত রাজেকী সাহেবের দোয়া প্রাপ্ত সেদিনের সেই শিশুরই, যে শিশু আজকের সর্ব-সম্মানিত পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালাম (সাল্লামাহুল্লাহু তায়ালা ওয়া যাদা মাজদাহু)।

বিগত ১৮ই অক্টোবরে তাঁর সম্মাননায় অনুষ্ঠিত প্যারিসে ইউনেস্কর এক সভায় তিনি অনুন্নত বা তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্যালেন্ট ফাণ্ড গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, এই ফাণ্ড গঠিত হলে তিনি তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের অংশ ঐ ফাণ্ডেও দিবেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ইউনেস্কের পক্ষ থেকে ডক্টর সালামকে আলবার্ট আইনষ্টাইন কমেমোরেটিভ স্বর্ণ পদকও উপহার দেওয়া হয়।

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন পদার্থের যে বিশেষ রহস্য উদঘাটন করার জন্য তিরিশ বৎসরকালব্যাপী নিরলস গবেষণা চালিয়া অসফল থেকে যান, পদার্থের সেই সুক্ষ্ম ও জটিল রহস্যই উদঘাটন করেছেন অধ্যাপক আব্দুস সালাম ও অপর দু'জন বিজ্ঞানী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক শোলডন গ্লশন এবং ষ্টিভেন উইনবার্গ।

আইনষ্টাইন আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, পদার্থের চারটি শক্তির মধ্যে একটি অভিন্ন শক্তি সমগ্র বিশ্বকে একত্রে সংবদ্ধ ও সংচালিত করছে। ঐ অভিন্ন শক্তির স্পষ্ট অস্তিত্বের সন্ধান চালান বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। পদার্থের মধ্যে নিহিত আছে তড়িৎ-চুম্বক ও মধ্যাকর্ষণ শক্তি ; অপলটি 'দৃঢ়' পরমাণু শক্তি (যা পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটন ও ইলেকট্রন

গুলিকে একত্রিত রাখে এবং যা থেকে শক্তি সঞ্চারিত হয় নক্ষত্রে ও হাইড্রজেন বোমায়)। পদার্থের মধ্যে তড়িতের মতই বিদ্যমান অভিন্ন ঐ দুর্বল শক্তির সংযুক্তি প্রদর্শন করেন অধ্যাপক সালাম সাহেবরা। তাঁদের উদ্ভাবিত এই থিওরীটি পরমাণু বিজ্ঞানের উন্নতির পথে বিশেষতঃ, 'ফিল্ড ফিজিক্স'-এর উদ্ভাবনের পথে একটি অসামান্য অগ্রগতি। আলবার্ট আইনষ্টাইন কিন্তু ফিজিক্সে এই 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিউরী' উদ্ভাবিত ও প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে তিরিশ বছরের সাধনায় ব্যর্থ হন।

এবারের পরমাণু বিজ্ঞানীরা অণুর মধ্যে সেই 'দুর্বল শক্তি' এবং তড়িৎ-চুম্বক শক্তির ঐক্য সমন্বয় প্রদর্শনের নূতন সূত্র উদ্ভাবনে সাফল্য লাভের জন্যই ভূষিত হলেন দুর্লভ নোবেল পুরস্কারে। সালাম, গ্লাশব ও উইনবার্গ পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা চালিয়ে এই একই থিউরী উদ্ভাবনে সমর্থ হন, এবং প্রদর্শন করেন যে, যে সকল পরমাণু-কণা দ্বারা এই 'দুর্বল শক্তি' বহিত হয়, তা তড়িৎ-চুম্বক শক্তির বাহন পরমাণু কণা 'ফোটন' এরই অনুরূপ।

বিগত ষাটের দশক থেকে কোনো কোনো পরমাণু বিজ্ঞানী এই আশা পোষণ করে আসছিলেন যে, তাঁরা একদিন এই 'দুর্বল শক্তি'কে সনাক্ত করে তাকে তড়িৎ-চুম্বক শক্তির সঙ্গে একত্রিত করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য, ১৯৭৩ এর পূর্বে তাঁরা একথা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নি। তবে, সম্ভবতঃ আব্দুস সালাম সাহেব তাঁর মেয়ে বুশরাকে ঘরে বসে শেখাতেন এই থিওরীর বিষয়টা। ফলে ক্লাশে তাঁকে অধ্যাপকরা এই বলে ধমকাতেন যে, তোমার বাপ তোমাকে বাড়ীতে কী সব আজে-বাজে শেখায়! পরীক্ষার খাতায় যদি এগুলো লেখ, তাহলে নির্ঘাত ফেল করবে, বুঝলে? বলা বাহুল্য মেয়েটি ফেল করেছিল।

বুশরার বাপ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। একবার একজন সংবাদিক তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, - 'গেলাম দেখা করতে একজন বিজ্ঞানীর সাথে, কিন্তু দেখে এলাম এক মোল্লাকে'—। ভিন্ন ধর্মের লোক ঐ সংবাদিক গিয়ে দেখেছিলেন—অধ্যাপক সালাম তাঁর ঘরে বিছানো কার্পেটের উপরে এখানে ওখানে রেহেলের উপরে রাখা কোরআন, হাদীস ও তফসিরের গ্রন্থাবলি পড়ছেন একরকম হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে। একবার রেডিওতে দেয়া এক বক্তৃতায় সমাপ্তি টানেন তিনি হযরত মসিহ্-এ-মাওউদ (আঃ)-এর একটি এলহামী দোয়া দিয়ে, যাতে বলা আছে,—'হে প্রভু, আমাদেরকে তুমি পদার্থের সূক্ষ্ম রহস্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান কর।'—

নোবেলের গৌরব বিজয়ের ঘোষণা শোনা মাত্র সালাম সাহেব প্রথম যান লণ্ডন মসজিদে আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের জন্য। তারপর সাক্ষাৎ দান করেন সংবাদিকদের এবং বলেন—"এ সম্মান অর্জনকারী প্রথম মুসলমান হিসেবে আমি খুবই আনন্দিত।" বলেন—"ধর্ম ও বিজ্ঞানে কোন বিরোধ নেই।" নোবেল বিজয়ের পর এটাই ছিল সাধারণ্যে ডক্টর সালামের প্রথম প্রতিক্রিয়া। আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা যেমন তাঁকে বলেছে 'নিষ্ঠবান মুসলবান' তেমনি পাকিস্তানের রেডিও থেকেও ঘোষণা করা হয় যে, তিনি

'নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান'। পরমাণু বিজ্ঞানে অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালে 'শান্তির জন্য অণু' বিষয়ক গবেষণায় এই 'শান্তির দাস'—আব্দুস সালাম 'শান্তির জন্য অণু' পুরস্কার লাভ করেন অপর দুজন বিজ্ঞানীর সাথে। এঁরা হলেন সুইডেনের সিগবার্ড একলাণ্ড এবং আমেরিকার হেনরী ডি, স্মিথ। এই পুরস্কারে ছিল প্রত্যেকের জন্য একটি করে স্বর্ণপদক এবং ত্রিশহাজার ডলার করে সম্মানী। এই পুরস্কারের ঘোষণার পর সালাম সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে, এই অর্থ তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলির বিজ্ঞানীদের জন্য গঠিত ট্রাষ্টে দান করবেন।

এই 'শান্তির জন্য অণু' পুরস্কার অর্জন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইটালীর ট্রিষ্টেতে অবস্থিত 'তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে'র কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল "এ সব সম্ভব হচ্ছে শুধু প্রফেসর সালামের প্রেরণা ও উৎসাহের দরুন।" ....."বিজ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে এবং তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের জন্য প্রফেসার সালামকে সম্মানিত করছি আমরা। সালামের এই স্বপ্ন হচ্ছে ট্রিষ্টে সেন্টারকে 'আন্তর্জাতিক বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করা।

১৯২৬ এর ২৬শে জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন সালাম। প্রতিটি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন তিনি। বিশ বছর বয়সে গ্রাজুয়েট হন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পি, এইচ, ডি করেন কেম্ব্রিজের সেন্টজন কলেজ থেকে। রয়েল সোসাইটির ফেলো পদ লাভ করেন মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'ডাবল ফার্ষ্ট' হবার গৌরব লাভ করেন ১৯৫৯ এ। ১৯৫১—৬১ পর্যন্ত অধ্যপনা করেন সেন্ট জনে। ১৯৫৭ থেকে তিনি লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করছেন এবং একই সঙ্গে ইটালীর ট্রিষ্টে সেন্টারের ডিরেক্টর হিসাবেও কর্মরত আছেন। তিনি সুইডিন রয়েল বিজ্ঞান একাডেমীর ফেলো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীরও ফেলো। আনবিক শান্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সায়েন্টিফিক সেক্রেটারী ছিলেন তিনি। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তবিদ্যা সংক্রান্ত জাতিসংঘের উপদেষ্টা কমিটিরও সদস্য। আন্তর্জাতিক বহু সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। ১৯৬১—৭৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রধান বিজ্ঞান উপদেষ্টা। কেন ১৯৭৪ পর্যন্ত? তার পরে নয় কেন?

এই প্রশ্নটার জবাব হয়ত অনেকে পেয়ে থাকবেন এবারে বি বি সির এক প্রতিবেদনে। অধ্যাপক সালামের উপরে প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে '১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ভুট্টো সরকার কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার প্রতিবাদে তিনি ঐ পদ থেকে ইস্তাফা দেন।' পরে বহু তোষামোদ করেও ভুট্টো সাহেবেরা তাঁকে আর রাজী করাতে পারেন নি। ঐ সঙ্গে তিনি ইরানের শাহনশাহেরও উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তাফা দেন। পরে অবশ্য শাহনশাহ তাঁকে বোলাতে সক্ষম হন যে, তিনি (শাহ) ভুট্টোর ঐ না-হক ফতোয়াবাজীর অংশীদার

ছিলেন না। ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের বিজ্ঞান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন শুধু এই সন্দেহে যে, শাহও আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে "নট্ মুসলিম" ফতোয়া দানের সেই মানবতা বিরোধী জঘন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। অবশ্য, পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক অধ্যাপক আব্দুস সালামকে পাকিস্তানী জনগণের তরফ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। দুনিয়ার সকল দেশের প্রায় সকল পত্র পত্রিকায় নোবেল বিজয়ীদের খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। এদেশেও হয়েছে। এদেশের প্রাচীনতম দৈনিক পত্রিকা "আজাদ" ১৭ই অক্টোবরে এক সারগর্ভ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেছেন—

"পদার্থ বিজ্ঞানে এক অসমান্য অবদান রাখার কৃতিত্ব প্রফেসার আব্দুস সালামের জন্য যে সম্মান ও গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা তাঁহার দেশ এবং এই উপমহাদেশের জন্যও গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই সঙ্গে এই দুর্লভ গৌরব বিশ্ব-মুসলিমেরও গৌরব। বিজ্ঞান সাধনা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় অতীতে মুসলমানগণ যে অবদান রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান হিসাবে প্রফেসার আব্দুস সালামের সাফল্য ইতিহাসে আর একটি অধ্যায় সংযোজিত করিল।'..... .....

"প্রফেসার আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার লাভ এই উপমহাদেশের বিজ্ঞান সাধনের জন্য অনুপ্রেরণার কাজ করিবে। একনিষ্ঠ চর্চা ও সাধনায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয়েও যে সাফল্য লাভ সম্ভব এবং প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি পাওয়া যায়, আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার বিজয় তাহাই প্রমান করে। আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার এই উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের জন্য অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা হইয়া কাজ করুক—ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।" দৈনিক আযাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোনাম ছিল—'মোবারকবাদ আব্দুস সালাম'

মোবারকবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আর, এ, গনি। গনি সাহেবের মোবারকবাদের জবাবে বাংলাদেশের জনগণের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব' কামনা করেছেন সালাম সাহেব। এই ঘনিষ্ঠতাকে আরও 'নিবিড়তর' করে অনুভব করেছেন এদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা দেনিক সংবাদ। ২১শে অক্টোবরে 'নোবেল পুরস্কার : ১৯৭৯' শীর্ষক একটি মূল্যবান সম্পাদকীয় নিবন্ধে সংবাদ লিখিছেন –

"আজও মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার প্রতি প্রদত্ত মানুষের দেয়া শ্রেষ্ঠতম সম্মানের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে এই নোবেল পুরস্কার।'.....

"১৯৭৯ বছরের নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে বহুদিন পর আবারও এই দ্বিধা-বিভক্ত উপমহাদেশের মানুষের অন্তরের নিবিড় বন্ধন স্থাপিত হলো। বঞ্চিতের তালিকায় অবস্থান করেও আমাদের দুঃখ কিছুটা ঘুচলো আবার। মনে হলো অনেকদিন পর বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি ফিরলো এই উপমহাদেশের স্মরণীয় মেধার দিকে। ভারতের বিজ্ঞানী সি, ভি, রমনের পর এবারে বিজ্ঞানে স্মরণীয় অবদান রাখার স্বীকৃতি পেলেন পাকিস্তানের কৃতি পদার্থবিদ

অধ্যাপক আব্দুস সালাম। তাঁর এই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কসূত্র আরো নিবিড় হলো একথা জেনে যে, সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমী ১৯৭৬ সালে আমাদের কৃতী বিজ্ঞানী বোস অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীকে একজন সুপারিশকারী সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। আর অধ্যাপক চৌধুরী সুপারিশ করেছিলেন প্রফেসার সালামের নাম। সুতরাং পাকিস্তানী বিজ্ঞানীর এই দুর্লভ সম্মানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলো নিবিড়তর।"

এদেশের বিশেষ করে জামাতে আহ্‌মদীয়ার অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে ডঃ সালামের। অনেক গুনগ্রাহী, শুভাকাংখী ও ছাত্রও আছে তাঁর এদেশে। এদের অনেকেই আমরা মোবারকবাদ জানিয়েছি তাঁকে। আর সকলের তরফ থেকে এবং নিজেরও মোবারকবাদ জানিয়েছেন মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাংলদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। সাইয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) সম্প্রতি ডক্টর আব্দুস সালামের নেবেল বিজয়ে খুশী প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর জন্য দোয়া ভরা প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা মোহ্‌তারম অধ্যাপক আব্দুস সালামকে সুখী সুন্দর ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁকে বার বার সাফল্য দান করুন, তাঁর হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

শুভ বিবাহ

কোরাবাড়ী (ক্রোড়া) নিবাসী জনাব আবু তাহের সাহেবের কন্যা মোছাঃ ফাতেমা খাতুনের সহিত আহমদনগর নিবাসী জনাব বেলাল হোসেন খান সাহেবের পুত্র এ, কে, মসীহ উদ্দীন খান-এর শুভ-বিবাহ মং ৭৫০০/০০ টাকার দেন মোহরধার্যে ১২/১০/৭৯ তারিখে ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে জুম্মার নামাজের পর সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব সালেহ মাহমুদ ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া (ক্রোড়া)। এই বিবাহ বা বরকত হওয়ার জন্য সকল ভাই-বোনদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জনাইতেছি যে, জনাব এ, কে, রেজাউল করিমের ভ্রাতা ও ভৈরব থানাধীন চাঁন্দপুর গ্রাম নিবাসী মৌলবী এ, এম, আবদুল গাফ্‌ফার সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব এ, কে, ফজলুল হক (বাচ্চু) গত ৩০/৯/৭৯ তারিখে বেলা চার ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না ··· রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বৎসর। মরহুমের রুহের মাগফিরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ধৈর্যধারণ ও স্বস্তি লাভের জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ডঃ সালাম অভিনন্দিত

দৈনিক 'দেশ', ১০ই অকটোবর ১৯৭৯ ইং :

নোবেল বিজয়ী প্রফেসার সালাম কেবল পাকিস্তানী

জন্মের আগে পিতার স্বপ্ন

লণ্ডন, ৯ই নবেম্বর (এনা)।—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম পাকিস্তানী প্রফেসার আবদুস সালামের কেবল মাত্র পাকিস্তানী জাতীয়তা রয়েছে। পাকিস্তানী পাবপোর্ট বহন করেই তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত অধিকাংশ পাকিস্তানীর মতো তাঁর দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই।

প্রফেসার আবদুস সালাম ডনের কাছে নিজে এই তথ্য প্রকাশ করেন। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ফজলুর রহমান খান তাঁর বাসভবনে নোবেল বিজয়ী জনাব সালামের সম্মানে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

তিনি বলেন, আমার কাছে তিনটি পাসপোর্ট রয়েছে। একটি পাকিস্তানী কূটনীতিক হিসেবে, অন্যটি সাধারণ পাকিস্তানী হিসেবে, তৃতীয়টি জাতিসংঘের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জাতিসংঘের পাসপোর্ট।

প্রফেসার সালাম জানান, আমার জন্মের আগে আমার পিতা স্বপ্নে দেখেছিলেন, যে, তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। স্বপ্নে তাঁকে বলা হয়েছিল, পুত্রের নাম আবদুস সালাম বা শান্তির দাস রাখার জন্যে। আমার পিতাকে আরো বলা হয়েছিল যে তাঁর পুত্র জীবদ্দশায় ব্যাপক সম্মান লাভ করবে।

৬৮ সালে প্রফেসার সালাম যখন আণবিক শান্তি পুরস্কার লাভ করেন, তখত তার পিতা জীবিত ছিলেন। চিঠিতে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা লিখে জানান। চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন যে নিশ্চিত সালাম নোবেল পুরস্কার পাবে।

জনকথা, ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং :

প্রথম মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বের অন্য কোন মুসলিম মনীষী ইতিপূর্বে সাহিত্য বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেননি। প্রফেসার আবদুস সালাম প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিক যিনি এই পুরস্কার অর্জন করলেন।

এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি মন্তব্য করেন যে, "আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদের চিন্তা ও মননের নিয়ন্তা।

তিনি মন্তব্য করেন যে, প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে আমরা সত্যকে আবিষ্কার করি। তিনি আরো বলেন যে, "নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী প্রথম মুসলিম হিসেবে আমি আনন্দিত।"

প্রফেসার আবদুস সালাম জানিয়েছেন যে এ পুরস্কারের একটি অংশ তিনি তাঁর দেশের বঞ্চিত এলাকার জনগণের শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করবেন।

প্রফেসার আবদুস সালাম পাঞ্জব প্রদেশের অধিবাসী। তিনি লাহোর সরকারী কলেজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে "ডক্টরেট" লাভ করেন। এক্ষণে ডক্টর আবদুস সালাম লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন।

উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং প্রথম মুসলিম মনীষী প্রফেসার ডক্টর আবদুস সালামকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

বাংলাদেশ এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মন্তব্য :

**ITS A PRIDE FOR THE MUSLIM WORLD
ITS A PRIDE FOR THE THIRD WORLD
AND
ITS A PRIDE FOR US WHO ARE ENGAGED
IN S&T RESEARCH.**

পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায়

প্রফেসার ডক্টর সালামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

দৈনিক জং -(করাচী, কয়েটা ও রাওয়ালপিণ্ডি হইতে একযোগে প্রকাশ হয়) : ১৭ই অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয়—

"হার পাকিস্তানী কে লিয়ে ইয়ে বাত বায়সে সদ ফখর ও এযায বনি হ্যা কেহ্, উনকে এক হাম-ওয়াতন সায়েন্সদান ডক্টর আবদুস সালাম নে এলমে তাবইয়াত মে ইস সাল নোবেল প্রাইজ-হাসিল কিয়া হ্যা

ডক্টর আবদুস সালাম কো, জো ইন দেনোঁ লণ্ডন মে হ্যাঁয়, জব ইস্ এযায কি খবর মিলি, তো উয়ো সেজদা শোকর মে গের গায়ে আওর গেরনা ভি চাহিয়ে থা কিঁউকে উয়ো এক মুসলমান সায়েন্সদান হ্যাঁয় আওর ইস্ হকিকত সে ওয়াকেফ হ্যাঁয় কেহ্ ইনসান কো কুদরত কে রাযোঁ তক রেসাই কি তওফিক বখ্শনে ওয়ালী উসি কি যাত পাক হ্যা। আল্লাহ্ সে দোওয়া হ্যা কেহ্ উয়ো ডক্টর আবদুস সালাম কি কুওয়াতে ফিক্র ও যাহানাত মে মযীদ এযাফা করে আওর উনহেঁ মুলক ও কওম কি খেদমত করনে কা তভীল মওকা ভি আতা করে।"

(ক্রমশঃ)

সংকলন : মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

সংবাদঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক
তাহ্‌রীকে জদীদের নববর্ষের ঘোষণা

রাবওয়া, ২৬ শে এখা/অকটোবর—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ এখানে জুমার খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া তাহ্‌রীকে জদীদ-এর প্রথম দপতরের ৪৬ তম, দ্বিতীয় দপতরের ৩৬তম এবং তৃতীয় দপতরের ১৫ তম বৎসর সূচনার ঘোষণা করেন, হুজুর বলেন, আগামী বৎসর তাহ্‌রীকে জদীদের টার্গেট (লক্ষ্যমাত্রা) ১৫ লক্ষ টাকাই থাকিবে। হুজুর আশা প্রকাশ করেন যে, চলতী বৎসরে উক্ত টার্গেট পূর্ণতা লাভ করিবে। (পূর্ণ খোৎবা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইবে)

তাহ্‌রীকে জদীদের নব-বর্ষের উক্ত ঘোষণার পরে পরেই জামাতের মুখলেস বন্ধুগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত নিজেদের ওয়াদা লিখাইতে আরম্ভ করেন এবং তাহ্‌রীকে জদীদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রথম দিনেই ওয়াদা সমূহের পরিমাণ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে দুই ২) লক্ষ তেয়াত্তর (৭৩) হাজার রুপিয়া-এ উপনীত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, হুজুরের উক্ত পবিত্র ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নির কর্তব্য, যথাশীঘ্র তাহ্‌রীকে জদীদের নব-বর্ষের জন্য নিজ নিজ ওয়াদা পেশ করিয়া স্ব স্ব জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের মারফত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করা। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে আপন ফজল ও করমে যথাসাধ্য কুরবানী পেশ করিবার তওফিক দিন। আমীন।

বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নব নিযুক্ত সদর

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নুতন সদর হিসাবে মৌলভী মাহমুদ আহ্‌মদ সাহেবকে অনুমোদন দান করিয়াছেন।

এই মহান পদে খেদমতে-দ্বীনের জন্য তাঁহার উপর হুজুর (আইঃ)-এর সুনজর ও এই মনোনয়ন তাঁহার জন্য এবং বিশ্ব-খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার জন্য সর্বোতঃভাবে বা-বরকত হউক এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের ছায়াছত্রে সুষ্ঠুরূপে সকল দায়িত্ব সম্পাদনের তওফিক দান করুন।

উল্লেখযোগ্য যে, মৌলবী মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নিজেও একজন ওয়াকেফে-জিন্দেগী সদর মুরুব্বী।

বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর ২২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠীত

রাবওয়া, ২৮শে অক্টোবর—বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ২২তম বার্ষিক ইজতেমা ২৬, ২৭, ও ২৮শে অক্টোবর তিন দিন ব্যাপী আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে যোগদানকারী শুধু পাকিস্তানের মজলিসসমূহের সংখ্যা ছিল ৬৭২। আনসার (৪০ এর উপর যে সকল আহমদীর বয়স) যোগদানকারীগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারে উঠিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য, এ বছর আল্লাল্লহ্‌তায়ালার ফজলে বাংলাদেশ হইতে এদেশের মজলিস আনসারুল্লাহর নাজেমে আ'লা জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব উক্ত ইজতেমায় যোগদান করার তওফিক লাভ করিয়াছেন।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইজতেমার উদ্বোধন ও সমাপ্তি উপলক্ষে ঈমানউদ্দীপক সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। আহ্‌মদীর আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্‌

সংকলন: মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা

রাবুওয়া ১৪ই তাবুক (সেপ্টেম্বর)—সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আঃ) জুম্মার খোতবায় বলেছেন: আমার ইচ্ছা যে পাকিস্তানে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহর এমন কোন মজলিশ না থাকে যার কোন না কোন নোমাইন্দা তাদের নিজ নিজ বার্ষিক এজতেমায় অংশ গ্রহণ না করেন। ইহা প্রত্যেক জিলার আমীরগণ এবং মুরুব্বিদের দায়িত্ব যে প্রত্যেক মজলিশ হইতে যেন নোমাইন্দা শামিল হন। হুজুর উভয় মজলিশের ইজতেমাতে শতকরা একশত ভাগ প্রতিনিধিত্ব হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দুইটি বৈশিষ্ট "হানিফ" (খোদামুখাপেক্ষি) এবং "মুসলিম" (আত্ম-সমর্পন কারি)-এর উল্লেখ্য করেন এবং এই গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার উপদেশ দেন। হুজুর বলেন যে আপনারা দোয়ার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির সর্বোত্তম সেবা করতে পারেন। হুজুর আরও বলেন যে সব চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী অস্ত্র যা মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেই অস্ত্রটি এ্যাটম বোমা নয় বরং সেই অস্ত্রটি হলো দোয়ার অস্ত্র এবং দ্বিতীয়ত, যে অস্ত্রটি দেওয়া হলো সেটা হাইড্রোজেন বোমা নয় বরং সেই অস্ত্রটি হলো মানবজাতির সেবা করা এবং ভালবাসা। হুজুর বলেন, খোদ্দাম এবং আনসারগণকে এ দুটি গুরু দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই ইজতেমা সমূহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হুজুর দোয়া করেন যেন আল্লাহতায়ালা আপনাদের সহায়ক হন এবং ইজতেমা কামিয়াব হয়। (মাসিক আনসারুল্লাহ হইতে সংকলিত)

আগামি ১৭ ও ১৮ই নভেম্বর রোজ শনি ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (ইনশাআল্লাহ)।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার সকল মজলিসের সদস্যদের প্রতি আবেদন এই যে তাঁরা যেন হুজুরের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাহাতে এমন একটিও মজলিস না থাকে যার প্রতিনিধি মজলিসে আনসারুল্লার আগামি ইজতেমার যোগদানে বঞ্চিত হয় এবং তাঁরা যেন পূর্বের সকল ইজতেমার চাইতে বেশী সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করে ইজতেমাকে কমিয়াব করেন এবং অধিক রুহানী ফায়দা হাসিল করতে পারেন। খাকসার—

মজহারুল হক (মোতামাদ)
বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লা, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca-1
Phone No. 283635
Editor A. H. Mukammad Ali Anwar